মেহেরপুর-১ আসনে নৌকা প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের নৌকা প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বুড়িপোতা ইউনিয়নে পথসভা করেছে।

শুক্রবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের রাধাকান্তপুর গ্রামে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত নৌকা প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।
এছাড়াও এসময় জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড.ইব্রাহিম শাহিন,আইন বিষয়ক সম্পাদক ও বিজ্ঞ পিপি অ্যাড.পল্লব ভট্টচার্য, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান শাহজাহান, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোঃ আনিছুর রহমান,৭ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি উজ্জ্বল হোসেন (ভনা) প্রমুখ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের গাংনীতে বাসের ধাক্কায় নি*হত ১

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্রুতগতির বাসের ধাক্কায় মোকারম হোসেন (৪৩) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল চালক মোতালেব হোসেন (৩৮)।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের তেরাইল নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মোকারম হোসেন এসিআই ফুড এর বিক্রয় প্রতিনিধি এবং আহত মোতালেব হোসেন প্রাণের রাইস গ্রুপের বিক্রয় প্রতিনিধি। মোকারমের বাড়ি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় এবং মোতালেবের বাড়ি

রাজশাহীর বাঘা উপজেলায়।

তাদের পরিচয় নিশ্চিত করেছেন এসিআই ফুডের মেহেরপুরের পরিবেশক হাসিনা এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আখতারুজ্জামান।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহর থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে মোটরসাইকেলে বামুন্দীর দিকে যাচ্ছিলেন মোকারম ও মোতালেব । তেরাইল কলেজের কাছে পৌঁছালে কুষ্টিয়াগামী একটি দ্রুতগামী লোকাল বাস পেছন থেকে তাদের ধাক্কা দেয়। এসময় মোটরসাইকেল চালক মোতালেব রাস্তার পাশে ছিটকে পড়লেও আরোহী মোকারম হোসেন পড়েন বাসের চাকার নিচে। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন মোকারম। বাসটি দ্রুতগতিতে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে বামুন্দি বাসটি আটক করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

ঘটনাস্থল থেকে গাংনী থানার এস আই আতিকুর রহমান জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হচ্ছে। বাসটি পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান।

মেহেরপুরে সড়কে স্বঘোষিত ভিআইপিদের দাপট

মেহেরপুর জেলায় সড়কে যত্রতত্র শোনা যায় সাইরেন ও হুটারের তীব্র শব্দ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় জরুরি প্রয়োজনে যেসকল যানবহনে সাইরেন ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে, এগুলো সেটা না। উঠতি বয়সের ছেলেরা মোটরসাইকেলে এবং একটু বিত্তশালী পরিবারের ছেলেরা প্রাইভেট কার ও জিপে এগুলো ব্যবহার করছে। শুধু তাই নয় মেহেরপুর জেলার রেন্ট এ কার ব্যবসায়ীদের প্রায় ৮০ শতাংশই তাদের গাড়িতে হুটার ও সাইরেনের ব্যবহার করে। সাইরেন ও হুটারের শব্দ শুনলে মানুষ ওইসব বাহনকে দ্রুত চলাচলের সুযোগ করে দেয়। এতে একদিকে যেমন শব্দ দূষণ বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারণাতেও এ ধরনের কর্মকাণ্ড জেলা জুড়ে ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। সাইরেন ও হুটার ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচন কেন্দ্রিক অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে বলেও অনেকে মন্তব্য করছেন।

প্রকৃত ভিআইপি ব্যতীত পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ও রোগীবাহী এম্বুলেন্সে সাইরেন ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে। অথচ সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে সাইরেন ব্যবহার করা হচ্ছে মোটরসাইকেল বা কালো গ্লাসে ঢাকা দামি কোনো গাড়িতে। এ যেন নিজেদেরকে স্বঘোষিত ভিআইপি বলে প্রকাশ করার ঔদ্ধত্য ।

এভাবে শহরের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে সাইরেন ও হুটার বাজিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে স্বঘোষিত ভিআইপিরা। বিশেষ করে উঠতি বয়সের তরুণরা এ ধরনের গাড়িগুলো চালিয়ে বা রেস করে বিকৃত আনন্দ খুঁজে পায়। এছাড়া কতিপয় কিশোররাও নিজের মোটরসাইকেলে সাইলেন্সার পাইপ খুলে বিকট শব্দ তৈরি করে আতঙ্ক ছড়ায়। এদের কেউ কেউ আবার জীবজন্তুর অদ্ভুত আওয়াজের ডিজিটাল হর্ণ ব্যবহার করে। রাস্তায় চলন্ত গাড়ির ঠিক পেছনে পৌঁছেই অথবা জনসমাগম স্থলে পৌছানো মাত্র বিকট শব্দ ছড়ানো হর্ণ বাজিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টিসহ রাস্তায় চলাচলকারী সাধারণ মানুষকে তটস্থ করে দিচ্ছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘অবৈধ হুটার ও সাইরন নিয়ন্ত্রণে আমরা দু-একদিনের মধ্যেই কঠোর অভিযানে নামবো। ইতিমধ্যে আমরা জেলা ট্রাফিক বিভাগের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করেছি। এবার আমরা জরিমানা ও আটকসহ সর্বোচ্চ কঠোর হব। আমাদের এই কার্যক্রম শুধু নির্বাচন কেন্দ্রীক সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং পথচারী ও চালক উভয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহ সকলকে যথাযথ ট্রাফিক আইন মেনে চলতে আগামীতে বাধ্য করা হবে। ‘

মেহেরপুরে চাঁদবিলে টিসিবি

পণ্য কান্ড

মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল গ্রামে টিসিবির পন্য নিয়ে ঘটে গেছে তুলকালাম কান্ড।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক সৈয়দ হাবিবুল্লাহ সহ আরো কয়েকজন অভিযোগ করে বলেন বিনা কার্ড টিসিবির পন্য বিতরণের মাধ্যমে নৌকায় ভোট চাওয়া হচ্ছে। একই সাথে নারীদেরকে একটি করে শাড়ি উপহার দেয়া হচ্ছে।ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি কাশেম ও তার ছেলে ৩ নং ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক তারিক টিসিবির পণ্য ট্রাক থেকে নামিয়ে তাদের বাড়িতে মজুদ রেখে ভোট চাওয়ার জন্য বিতরণ করছে।

ঘটনা শুনে সেখানে গণমাধ্যম কর্মীসহ মেহেরপুর সদর উপজেলার এসিল্যান্ড মাঝহারুল ইসলাম ও সদর থানার ওসি শেখ কনি মিয়া উপস্থিত হন।

সরজমিনে দেখা যায় সেখানে তারা কিছু চাল, এক প্যাকেট মসুর ডাল ও ২ লিটার তেলের একটি বোতল জব্দ করে রেখেছে। তারা অভিযোগ করে অনেকেই সেখান থেকে চাল ডাল শাড়ি নিয়ে যাচ্ছে শুনতে যেয়ে তিন নম্বর ওয়ার্ডের ওহাবের স্ত্রী শামসুন্নাহারের কাছ থেকে চাল, মসুর ডাল ও টিসিবির লোগো সম্বলিত সয়াবিন তেলের বোতল কেড়ে নেন।

শামসুন্নাহার মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, তিনি তারিকের বাসায় কাজ করেন। এবং টিসিবি পন্য কেনার জন্য তিনি তাকে ৪৭০ টাকা দিয়েছিলেন। ঐ পন্য নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পন্যগুলো তার কাছ থেকে কেড়ে নেন হাবিব।

একপর্যায়ে সেখানে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ও সদর উপজেলা এসিল্যান্ড উপস্থিত হন। তারা উপস্থিত সকলের বক্তব্য শুনে পন্যগুলো জব্দ করেন। তবে এসময় সদর এসিল্যান্ড ও পুলিশ গণমাধ্যম কর্মীদের ভিডিও ধারনে বাধা দিলে হঠাৎ কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এ সময় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান ভিডিও ধারনে কোন বাধা নেই। পরবর্তীতে এসিল্যান্ড মাঝহারুল ইসলাম আবারো বলেন মোবাইল কোর্টের কার্যক্রমের ভিডিও ধারন করা যায় না। তিনি আরও বলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা টিসিবি ডিলারসহ সব পক্ষের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত ও মোবাইল কোর্টের রায় জানাবেন।

[redacted]

[redacted]

নিশ্চিত করে বলেন,মামুন ও তার স্ত্রী আমার কাছে এসেছিল। তাদের কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে আমি কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলি। ব্যবসায়ীরা আমাকে জানায় সাইফুল তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা উত্তোলন করেছে। গতকাল সাইফুলের বাবা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তার জন্ম নিবন্ধন সনদ উত্তোলন করেছে।

আল মামুন মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন বাজার থেকে ৭০ লাখ টাকা উত্তোলন করা সহ দোকানের আরও প্রায় অর্ধ কোটি টাকার ক্ষতি সাধন করেছে সাইফুল। কিছুদিন আগে সে নতুন পাসপোর্ট করেছে। আমার আশঙ্কা সে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যেকোনো সময় সে বিদেশেও চলে যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে আমি মেহেরপুর সদর থানায় অভিযোগ করেছি।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ কনি মিয়া বলেন, টাকা আত্মসাৎ করে পালানোর বিষয়ে একটি অভিযোগ থানায় জমা পড়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বরের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর এর ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ মিলনায়তনে “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর”এর আয়োজনে সংগঠনের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা “স্রোত” এর ১৮৮তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলহাজ¦ অ্যাড.আনোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বি.এম.এ-এর মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ডাঃ এম এ বাশার, কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক ড. গাজী রহমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল-আমিন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন “ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর”এর সহ-সভাপতি রফিকুল আলম,”ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর”এর অন্যতম সদস্য সাংস্কৃতিক কর্মী রওশন আলী মনা,সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ,কবি বাশরী মোহন দাস প্রমুখ।

২য় পর্বে কবিতা আবৃত্তিতে অংশ গ্রহন করেন কবি বাশরী মোহন দাস, জয়নুল ইসলাম রাজু,আবু লায়েছ লাবলু, নিলুফার বানু, নূর আলম, এস. এম. এ. মান্নান, মুহম্মদ মহসীন, ফাতেমা ফিরোজ, আবুল হাসেম, শফিকুর রহমান সেন্টু, শহিদুল ইসলাম কানন, রফিকুল ইসলাম,লিয়াকত হোসেন,মহিবুল ইসলাম,মাহফুজুর রহমান প্রমুখ। সংগঠনের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন”ভৈরব সাহিত্য সাংস্কৃতিক চত্বর” এর সাধারণ সম্পাদক মেহের আমজাদ। অনুষ্ঠানে কবি সহিত্যিক সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের বারাদি ইউনিয়নে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নে মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আরমান আলী, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর পৌর যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুজ্জামান সুইট, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, মেহেরপুরের বারাদি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল হামদু, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি টনিক বিশ্বাস, বারাদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ন সম্পাদক আরিফুল ইসলাম লিটন সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি চাকরিজীবী হয়ে নির্বাচনী প্রচারণা, ডা. অলোককে আবারও শোকজ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সরাসরি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলোক কুমার দাসকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

গতকাল বুধবার বিকালে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এবং প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন এই শোকজ করেন।

শোকজ নোটিশে ডা. অলক কুমার দাস কে সরকারি করতে হয়েও চাকরিবিধি পরিপন্থী কর্মকান্ডে যুক্ত হওয়া এবং নির্বাচন আচরণবৃষ্টি ভঙ্গ করে প্রচারণা করার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভারতের দালাল ও ভারতের প্রার্থী বলার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে আগামী ৩০ ডিসেম্বর বেলা ১২ টার সময় স্বশরীরে হাজির হয়ে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে।

গাংনীতে দুটি নির্বাচনী অফিসে জরিমানা

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় মেহেরপুরের গাংনীতে স্বতন্ত্র ও আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী অফিসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতে গাংনী সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম এ অভিযান পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, গাংনীর চৌগাছা স্বতন্ত্র প্রার্থীর (ট্রাক প্রতীক) অফিস ও গাংনী বাগানপাড়ায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীর (নৌকা) নির্বাচনী অফিসে আলোকসজ্জা ও দেয়ালে পোস্টার সাঁটানোর কারণে প্রত্যেক অফিসকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণবিধি ২০০৮ এর ৭ (খ) ও ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এ সময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ভ্রাম্যমাণ আদালতকে সহযোগিতা করেন।

মেহেরপুর-২ আসনের স্বতনন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেনের সংবাদ সম্মেলন

প্রতিপক্ষ নৌকার প্রার্থী আমার কর্মিকে নানাভাবে হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। তারা নিজেরাই অফিস ভেঙ্গে আমার কর্মিদের দোষ দিচ্ছে। আমার নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। তারা বিভিন্ন গ্রামের ট্রাকের কর্মী সমর্থকদের হুমকি ধামকি দিচ্ছে। এই বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি বীর মুক্তিযুদ্ধা মো: মকবুল হোসেন আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন।

আজ বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে স্বতন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেন তার নিজ বাড়িতে এই সাংবাদ সম্মেলন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ছড়াকার ইয়াসিন রেজা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শাহ, রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুজ্জামান মঙ্গল, ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আজগর, কাথুলি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক শফি কামাল পলাশ, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী, জেলা ছাত্র লীগের সাবকে সহ-সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপু। এসময় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্র লীগসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

জেলা ছাত্র লীগের সাবকে সহ-সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপু বক্তব্যে বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধার মোকবুল হোসেন গাংনীর আওয়ামীলীগ রাজনীতিতে একজন পরিক্ষিত নেতা। মানুষ তাকে এমনিতেই সারা জীবন মনে রেখেছেন। রাজনীতির প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মকবুল হোসেনের জনপ্রিয়তার কোন ঘাটতি পড়েনি। এবারও তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ট্রাক মার্কা প্রতিক নিয়ে নির্বাচন করছেন। এবারও তার জনপ্রিয়তা দেখে অনেকেরই গায়ে জ্বালা ধরেছে। মানুষকে হুমকি ধামকি

দিয়ে ভোট পাওয়া যায়না। ভাল বেসে ভোট নিতে হয়। আমরা কোন ফ্যাসাদ চইনা। ভেঅটের মাধ্যমে জনগনের মতামতের ভিত্তিতে মকবুল হোসনেকে এমপি করে গাংনীর উন্নয়ন করতে চাই।

স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন আরও বলেন, আমি কাউকে চাপ সৃষ্টি করে ভোট নিতে চাইনা। সহিংসতা, চাপ সৃষ্টি সহ নানা ধরনের অপ্রিতিকর ঘটনার মাধ্যমে ভোট চাইবো না। মানুষের ভালবাসা নিয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হতে চাই।

তিনি বলেন, আমি আমার জীবনে মোট ১২ বার নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। ২ বার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোট করে এমপি নির্বাচিত হয়েছি। এমপি নির্বাচিত হয়ে কারোর প্রতি রাগের বশিভুত হয়ে হিংসাত্বক কোনো কিছু করিনি। তাই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও জনগণের বিপুল সমর্থনে আমি এমপি নির্বাচিত হতে চাই। ভোট মানুষের ভালবাসার জিনিস। মানুষ ভালোবেসে আমাকে ভোট দেবে। জনগণ এবারও তাদের পকেটের পয়সা খরচ করে আমাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, ছাত্র লীগের রাজনীতি দিয়ে রাজনীতি শুরু করেছিলাম। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। জীবনকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে বিলিয়ে দিয়েছি।

আশা করছি, উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপুর্ণ ভাবে সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন হবে। প্রধান মন্ত্রীও শান্তিপূর্ণ অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন চাচ্ছেন।

ঊস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য সাংবাদিকদেরও অনুরোধ করেন তিনি।

নির্বাচনে সরকারিভাবে দায়িত্ব পালনকারীদেরও সঠিক ও নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন করারও অনুরোধ জানান তিনি।